হারা-মণি

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক দিলি কে, স্নেহের কাঙালী ?
কে রে ও তুই কে রে, আহা ব্যথার সুরে রে, এমন চেনা স্বরে রে,—
আমার ভাঙা ঘরের শূন্যতারি বুকের পরে রে
এ কোন্ পাগল স্নেহ-সুরধুনীর আগল ভাঙালি ?
কোন্ জননীর দুলালরে তুই কোন্ অভাগীর হারা-মণি,
চোখ-ভরা তোর কাজল চোখে রে
আহা ছল ছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া কালো মায়া সারাখনই
উছ্‌লে যেন পিছল ননী রে !
মুখ-ভরা তোর স্বর্ণা-হাসি
শিউলি সম রাশি রাশি
আমার মলিন ঘরের বুকে মুখে লুটায় আসি রে !
বুক জোড়া তোর ক্ষুব্ধ স্নেহ ঘারে ঘারে কর হেনে যে যায়,—
কেউ কি তোরে ডাক দিল না ? ডাক্‌লো যারা তাদের কেন
দলে এলি পায় ?
কেন আমার ঘরের দ্বারে এসেই আমার পানে চেয়ে এমন থম্‌কে দাঁড়ালি ?
এমন চম্‌কে আমায় চমক লাগালি ?
এই কিরে তোর চেনা গৃহ, এই কিরে তোর চাওয়া স্নেহ হায় ?
তাই কি আমার দুখের কুটীর হাসির, গানের রঙে রাঙালি ?
হে মোর স্নেহের কাঙালী !!
এ-সুর যেন বড়ই চেনা, এ-স্বর যেন আমার বাছার,
কখন সে যে ঘুমের ঘোরে হারিয়েছিনু হয়না মনে রে,—
না চিনেই আজ তোকে চিনি আমারি সেই বুকের মাণিক
পথ ভুলে তুই পালিয়েছিলি সে কোন্ ক্ষণে সে কোন্ বনে রে !
দুষ্টু ওরে, চপল ওরে, অভিমানী শিশু !
মনে কি তোর পড়েনা তার কিছু ?
সেই অবধি যাদু কত শত জনম ধরে
দেশ-বিদেশে ঘুরে' ঘুরে' রে

আমি মা-হারা সে কতই ছেলের কতই মেয়ের মা হয়ে বাপ খুঁজছি তোরে
দেখা দিলি আজ্‌কে তোরে যে!
উঠছে বুকে হাহা ধ্বনি
আয় বুকে মোর হারা-মণি,
আমি কত জনম দেখিনি যে ঐ মু-খানি রে!
পেটে-ধরা নাই বা হলি, চোখে ধরার মায়াও নহে এ,
তোকে পেতেই জন্ম জন্ম এমন ক'রে বিশ্ব-মায়ের কাঁদ পেতেছি যে!
আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে মরা-মায়ের ভরা স্নেহে হঠাৎ জাগালি,
আহা গৃহ-হারা বাছা আমার রে!
চিন্‌লি কি তুই হারা-মায়ে চিন্‌লি কি তুই আজ?
ওরে আজ্‌কে আমার অঙ্গনে তোর পরাজয়ের বিজয়-নিশান চাইকি টাঙালি?
হে মোর স্নেহের কাঙালী!!

নির্বাসিতের আত্মকথা

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজনৈতিক মতামত লইয়া মাঝে মাঝে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত আমাদের তর্ক-বিতর্ক হইত। বলা বাহুল্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মহিমা প্রচার করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোক ও রাজপুরুষের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলে হারিয়া যাওয়াই ভদ্রসঙ্গত; কিন্তু সে কথা জানিয়াও আমরা মাঝে মাঝে দুই চারিটা অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলিতাম। যেখানে গায়ের ঝাল মিটাইবার উপায় নাই, সেখানে জিহ্বা সঞ্চালন ভিন্ন আর কি করা যায়?

রুসিয়ায় তখন বিপ্লব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, একদিন জেলার আমায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যে তোমাদের সঙ্গে অতক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক করেন, তা'র কি কারণ বলিয়া মনে হয়?"

আমি বলিলাম—"কি জানি, সাহেব? স্বজাতির গুণগান করা ছাড়া আর যদি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য থাকে ত বলিতে পারি না।"